ফেরাফেরি

মূর্তালা রামাত

বৃক্ষ

ফেরাফেরি
মূর্তালা রামাত

প্রকাশক
বৃক্ষ
১২/৪ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা
obaedakash@yahoo.co.in

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৮
একুশে বইমেলা ২০১২

স্বত্ব
শারমিন আকতার

প্রচ্ছদ
সঞ্জয় দে রিপন

দাম
৭০ টাকা

Feraferi a collection of poems by Murtala Ramat
Published by Brikkha 12/4 Purana Paltan Lane Dhaka Bangladesh
Phone : 01731759473 email : obaedakash@yahoo.co.in
1st Edition Ekushe Boimela 2012
Price Tk. 70.00 $ 2

ISBN 984 70174 0010 9

উ ৎ স র্গ

শারমিন শিমুল

গভীরতর গভীরতায় ডুবে যাচ্ছি
অচেনা জলাধারে; সর্বোত্তম ভারত্বের
চেয়েও
সহজ সরলতায়
বিলুপ্তপ্রায় মাছের মতো নিমগ্ন আমি
হারিয়ে যাচ্ছি
ভালোবেসে তাকে
হৃদয়ের তল খুঁজে পাচ্ছি না!

কবিতাক্রম

ফেরাফেরি ০৭
এ জার্নি বাই লাভ ০৮
রূপকথা-চুপকথা ০৯
এক টুকরো অদ্ভুত ভালোবাসা ১০
পোষা কথা ১১
ডাক ১২
চিন পরিচয় ১৩
হারানো হুইসেল ১৪
তোমারামার ১৫
পোর্ট্রেট ১৬
বিপ্লবী যে প্রেমিক ১৭
শ্রাবণসন্ধ্যা ১৮
অতঃপর একদিন ১৯
স্বার্থপর ২১
কষ্টপূর্তির বিশেষ ছাড় ২২
ঘোর ২৩
জল জ্বলে ২৪
গুঁড়ো শৈশব ২৬
দূর্গেশনন্দিনী ২৭
জামাবন্দী ২৮
এবার তুই মানুষ হ ৩০
প্রেমাস্ত্র ৩১
যদিও আমি তোমার নই ৩২
অতিপ্রাকৃতিক ৩৩
সর্বশেষ পাঠ্যক্রম ৩৪
পথের টানে ৩৫
স্বাধীনতা ৩৬
চোর ৩৭
চিমটি ৩৮
ভালোবাসা ৩৯

ফেরাফেরি

ঘর ছেড়ে যে বাইরে গেছে তার থাকে না ঘর বাড়ি
–শহীদ কাদরী

সব ফেলে
কতবারই তো নেমেছি রাস্তায়
শেষ ট্রেন ফেল করার তাড়াহুড়োয় চেপে বসেছি
আন্তঃনগর হৃদয়ে–
জলের ঝাপসায় চোখ পাথর হয়ে গেলে
বিরতিহীন বাসও বিরতি নেয়– বাইপাস
পথেও ব্যারিকেড থাকে– ঘুর পথে ঘুরতে ঘুরতে
ভুলে যেতে হয় স্নেহের ঠিকানা–

তবুও তো কতবার
বদ্ধ পাগলের মত সব উড়িয়ে গুঁড়িয়ে
পরিচিত কড়া দুটি নাড়তে গিয়েও
ভেতরের কোলাহলে, লাশ কাটা ভূতের মত থেমে গেছি
দরজায়; বেশতো আছে সব পরিপাটি–
বুকের সেলাই খুলে
তবে কেন এই ছন্দছেঁড়া
ফেরা?

ফিরেও তাই ফিরে যেতে হয়
না ফেরায়,
হে হৃদয়–
ফেরো বললেই কি ফেরা যায়?

১৪/০৮/১০
সিডনি, অস্ট্রেলিয়া।

এ জার্নি বাই লাভ

অবশেষে উড়ে এলো
একরাশ হাসি– প্রতীক্ষা যদি হতো
শূন্য টিনের থাল তবে
ঝনঝন শব্দ হতো নিশ্চয়ই আর
মোহর ছুঁয়ে যেভাবে মূল্য চেনে অন্ধ ফকির
সেভাবে এ মন বুঝে নিতো
–অবজ্ঞা...

কিন্তু, অপেক্ষারত একটি চিরজীবী দেবদারুর
মাটির শামুক বনবার মতোই
হৃদয় যখন কেঁদে মাটি হয়ে যায়
তখনও সেখানে ভালোবাসা কাদা হয়ে থাকে তাই
সুরাইয়া সুলতানা আপনার হাসি
একটি গন্ধ গোলাপের গোপন চারায় আমাকে আঁকড়ালো
বলে–

ঘুম ঘুম চোখে
তাদেরকে আমি শোনালাম
সুতোকাটা ঘুড়ির মতো এক ট্রেনের গল্প
যা কোন এক শৈশবি ভোরে
যাচ্ছিলো সিলেট টু সৈয়দপুর–

এবং যাচ্ছেই...

১৩/০৮/১০
সিডনি, অস্ট্রেলিয়া।

রূপকথা-চুপকথা

জলকেলী, ফিসফাস
হাসির টুকটাক চুড়ি টুংটাং
আর খুনসুটি– ফিকে অন্ধকারে
রায়বাড়ির মেয়েরা বুঝি জলকন্যার দল

দুধসাদা গালে ভরাট পূর্ণিমা য্যানো
প্রতিমায় টানা চোখ
নিঃশ্বাসে মখমল মিহি
তারা ঝিকমিক ঠোঁটে এক ভিন জাগতিক ঘোর
গল্পে গল্প রটে–

ইস্ যদি একবার চাটুজ্জে হওয়া যেতো
দখিনের লুকোচুরি আঙ্গিনায় তবে
দেবী দর্শন হতো– সুস্মিতা রায় কল্পনায়
কতোবার কতোবার বহু কাছে
হাওয়ার হাহাকার হয়ে গ্যাছে...

হৃদয়ের চুপে থাকা
শান বাধা ইঁদারার সেই ঘাট
মীর্জাবাড়িতে সুনসান
বছরের পর বছর–
শোনা যায় রায়ের মেয়েরা সব হাওড়ার ঘিঞ্জিতে থাকে

হয়তো, হয়তো না–
অপার রহস্য তারা আজও
অবিরাম কৈশোরে অবিকল...

১৪/১০/০৮
মহাখালী, ঢাকা।

এক টুকরো অদ্ভুত ভালোবাসা

এই যে আমাকে জড়িয়ে রেখেছো মিহিন সেলাইয়ের ভেতর বহু যুগ সোনালি আবেশে এই যে আমাকে ঘুম পাড়াতে চাইছো হৃদয়ের সান্নিধ্যে বারবার শোনাচ্ছো রূপকথার রুপোলি রং আর আগামী শরতের গোলাপী আহ্বান বিছিয়ে দিচ্ছো বুকের পরতে লোকালয়ের পর লোকালয় অবিশ্রাম টেনে নিচ্ছো গগনিক নিঃশ্বাসে ভেতরে আরো ভেতরে এই যে আমি ধীরে ধীরে হয়ে যাচ্ছি সহস্র তারা থেকে তারায় অবারিত স্রোত নিয়ে ভেসে যাচ্ছি স্ফটিক স্পর্শের পাহারায় সব কটি মুহূর্ত একটানা রং রং সুতোয় এই যে টানছো বিন্দু থেকে বিন্দুর মোহনায় মুঠো ভরা এইসব তীব্র মেঠোপথইতো রোদেলা জোছনার দুপুরে এক টুকরো অদ্ভুত ভালোবাসার হেঁটে চলা দিনের পর দিন...

২৬/০৮/০৮
মহাখালী, ঢাকা।

পোষা কথা

পোষা কিছু কথা আছে
যাদের ডানা নেই,
যারা ঘরেই থাকে সারাদিন
আর হাততালি দেয়
যখন যেভাবে মন চায়...

পিছু ছাড়ে না কিছুতেই
যখন বাইরে যাই
কথারা কীভাবে যেন
কানের কাছে কারো
শেখানো বুলি আউড়ায়–

নামীদামী কথানাশক দিয়ে বহুবার চেষ্টা করে দেখেছি
কাজ হয়নি, নিরুদ্দেশে গেলেও
দুঁদে গোয়েন্দার মতো মুহূর্তেই
তারা হাজির হয়েছে অজ্ঞাতবাসে–

অতঃপর ঘরের তালাও বদলেছি ইচ্ছামতো
তবু তারা ঘরে ঢোকে, ধুলো ঝেড়ে
এটা ওটা নেড়েচেড়ে দেখে– অবলীলায়
তাহার মতোই তারা
ভালোবেসে হৃদয় ঠোরায়...

১/০৮/১০
সিডনি, অস্ট্রেলিয়া।

ডাক

যে তুমি ঘাস হয়ে আছো
পাখিদের ঠোঁটে
দিচ্ছো পাড়ি
পরিত্যক্ত হৃদয়–

জানি যাবে বহুদূর পর
পালকের নীড়ে হবে
শয্যার ওম

দূরে আরো দূরে
জলের শহরে
সেই ছায়া বুঝি মেঘ হয়ে ভাসে

এমন ঝড়ের দিনে আজ
তোমার ঘুমের চোখে
বিপন্ন যদি কেউ হতে চায়
এতোটুকু ঘাস
তুমি কি মাটির পথে ফিরবে আবার?

২৯/০৭/১০
সিডনি, অস্ট্রেলিয়া

চিন পরিচয়

চেনো তারে? চেনো যারে
চেনা কি যায়
মানুষ মানবিক, মন বদলায়

তাই চেনা চাই
মুখোমুখি প্রতিদিন পরিচয়
খুলে হোক দেখাদেখি
নতুন প্রেমের মত এ হৃদয়

প্রাত্যহিক হলে প্রণয়
পথভ্রষ্ট হয়
প্রত্যহ পরিচয় ভালো
পরিণয় নয়

২৩/০৫/১১
সিডনি, অস্ট্রেলিয়া।

হারানো হুইসেল

স্টিমারখান যাইতেছে
স্থির আমি তার ছাদে
চিলের চোখে চোখ রেখে মেঘে ভেসে আছি

মেঘের সাথে মেঘ কথা কইতেছে
কী অদ্ভুত মায়া, মাথার ভেতরে আমার
জল আর জোছনার খেয়া
ঘাই মারে ফড়িংয়ের ঘাসে

ঘাস কী বুঝিতেছে
ঘুম নাই চোখে কেন বারবার
নেচে ওঠে কাশফুল, ফুলের আড়ালের মুখ
আর তেপান্তরের তৃষ্ণা

দাপায়ে বেড়াতেছে
বুকের ভেতর
কাদা জল ঢেউ কেটে তারা

স্টিমারখানি টানিতেছে আজও
মাঝ গাঙ্গে আমি
ডুবো চাঁদে ভেসে আছি
হারানো হুইসেলে

১/০৮/২০১১
সিডনি, অস্ট্রেলিয়া।

তোমারামার

‘আমার’ বলে কিছু
আছে নাকি!

মাঝে মাঝে নিজেকে চিনতে পারি না
আর তুমি!

কতোইবা? বড়োজোর ছ’, বেশি হলে দশ
ধরলামই না হয়
শূন্য থেকে পরস্পরকে আমরা চিনি–
(তাই কী!)

তারপরও চকিত চোখে এখনও যখন তাকাও
কেঁপে উঠি– স্রষ্টার সামনে যেমন
লুপ্ত হয় লৌকিক জীবনজীবিকা...

বা হাতের মসৃণ মুঠোয়
হৃদয়টিকে খোসা ছাড়িয়ে
স্ট্রবেরির মতো স্ট্রেটকাট নিজের করে
চেপে রাখলেই
কী একান্ত হয়ে গেলাম!

হাসানতো বলে গেছে
মানুষ তার চিবুকের কাছেও ভীষণ রকম একা–
তোমার ঘাড়ের বায়ান্নোতম রোমকূপের ঘ্রাণ নিয়েও
আমি বলি–

তোমার কিছু থাকলেও থাকতে পারে
আমার বলে কিছু নেই...

১১/০৮/১০
সিডনি, অস্ট্রেলিয়া।

পোর্ট্রেট

ফর্সা জামাটি জলে ভেজবার পর
যে তুমি জলফুল, উঠেছো ভেসে
চেপে কেঁপে নিচ্ছো শ্বাস
পৃথিবীর–

খুব যে পরিচিত লাগছে তোমায়
বহুদিন আগে– অন্ধকারে
গাঢ় করে তুমিইতো ডেকেছিলে
নাকি? অন্য কেউ–

ওইতো জড়ুল মাখা হাসি
ঠিকই চিনেছি তবে; তুমিই
সাদা অশরীরী সেই– একবার ছুঁয়েই
ধোয়ার মতো মিলিয়েছো হুট

আর পাওয়া না পাওয়ার ঘোরে
অবাক সে সাইকেলবেলা
চোখ বোজা আবেশের ধারে
সম্মোহিত লাটিমের মতো বনবন ঘোরে
আজও

এই যে এখনও
ভেসে উঠেছো বলে
ভেসে যেতে হয়, অতনুদী
অন্যের খরস্রোতা তুমি
এই মনে স্থির হাঁটুজল নদী।

১৪/০৮/১০
সিডনি, অস্ট্রেলিয়া।

বিপ্লবী যে প্রেমিক

দ্রব্যমূল্যের হলকায় তুমিও আকাশচুম্বী প্রেম
মাসিক যতোটা ভালোবাসা দিতে পারছি
পোষাচ্ছে না তাতে,
মনের নাগালের বাইরে দিনদিন
লাফিয়ে যাচ্ছো আর
খবর হচ্ছো দৈনিক...

লোকে বলে হাওলাদারের গুণধর পূত্রের স্টকে তুমি আছো অফুরন্ত
গোপন তথ্যে প্রকাশ সিন্ডিকেটের যোগসাযশে নিকটবর্তী দেশে তুমি
পাচার হচ্ছো হরদম, প্রেমমন্ত্রীর অবর্তমানে কতিপয় প্রভাবশালী
উপদেষ্টা প্রেমাভ্যাস বদলাতে বলেছেন আর
স্বয়ং সেনাপ্রধান
প্রেমিকের পরিবর্তে ঘাতক হবার পরামর্শ দিয়েছেন!!

তবুও গুটিতক প্রেমান্ধ প্রেমিকের একজন আমি
তোমার কপোলের টিপে হৃদয়াস্ত্র ঠেকিয়ে
আকাশ জয়ের স্বপ্নে ফুলবাগানের মালী থেকে যাই...

২৪/০৪/০৮
রামপুরা, ঢাকা।

শ্রাবণসন্ধ্যা

কিঞ্চিৎ না না, সামান্য জোর
পর্যাপ্ত প্রশ্রয়

১০, ১২ দুরন্ত চুমু, ১৩ পিস হাসি
ফোঁটা দুই জল, একটু একটু রাগ
অভিশাপ ১৯টা, চার পাঁচ গালি
অভিমান খানিকটা
২০ ড্রপ ক্ষমা

সামান্য নাড়াচাড়া, ব্যস

এক গ্লাস অবাক শ্রাবণ।

৫/০১/০৮
গাজীপুর, বাংলাদেশ।

অতঃপর একদিন

ছেলেবেলা ভালো
বড়বেলা বড় কঠোর, তোমার কাছে ঘেঁষতে দেয় না
বলো অতনুদী, আমরা কি এমনটি চেয়েছিলাম!

তুমি কবিতা লিখতে
তোমার দেখাদেখি আমিও
আমার প্রথম কবিতা তোমার, এখনও
অথচ অতনুদী
কত সহজে ভুলে গেলে আমার মুখশ্রী
জোছনা-ভাঙ্গা রাতে আমরা কি এমনটি ভেবেছিলাম!

দরজায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
আম্মু, লোকটা কে?
স্কুলড্রেসে আমিওতো অমন তোমার কাছে আসতাম
নামতা শিখবো বলে
চার পাঁচা কুড়ি– অতনুদী
আমাকে চিনতে পারছো না, আমি সেই...!

ও আ...পনি মানে তুমি কত্তো বড় হয়ে গেছো!
না না অতনুদী এভাবে নয়
বলো– ও তুই! আয় বুকে মাথা রেখে বলতো কীসের ঘ্রাণ
সেদিন পারি নি,
আজ ঠিক বলে দেবো
অতনুদী, একবার বুকে টেনে দেখো

তুমি এমন সময় আসলে... আমি একটু বেরুচ্ছিলাম
অসুবিধা নেই আরেকদিন...

হ্যাঁ সময় করে এসো, তোমার দাদার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো
আচ্ছা...
এসো কিন্তু
অবশ্যই...

অতনুদী, ছেলেবেলায় তোমাকে একবার কাঁদিয়েছিলাম
মনে পড়ে?
সেই সে আঘাতের দাগ হয়তো মুছে গেছে
এবেলায় তুমি তার প্রতিশোধ নিলে!

২৪/০৬/২০০৭
জহুরুল হক হল, ঢাবি।

স্বার্থপর

প্রতিরাতেই ভাবি
আগামীকাল আমি স্বার্থপর হবো।

প্রতি সকালেই জেগে দেখি
আমি নিঃস্বার্থদের একজন হয়ে অপরকে করছি
আপন

আমার সেই আপনজন
যখন যেমন প্রয়োজন
আমাকে করছে ব্যবহার আপন খেয়ালের বশে

আমি বিনয়ের অবতার
বুঝেও বুঝি না কিছু আমারই স্বভাব দোষে

জানি স্বার্থ ফুরোলেই ছুড়ে ফেলা হবে একদিন
নোংরা ভাগাড়েই কেটে যাবে জীবনের বাকি দিন
তবুও হয়তোবা আমি নিঃস্বার্থই রবো

অথচ, প্রতিরাতেই ভাবি
আগামীকাল আমি স্বার্থপর হবো।

৪/৮/২০০০
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

কষ্টপূর্তির বিশেষ ছাড়

অনিবার্য ভালোবাসাবশত
সমস্ত ক্ষতবিক্ষত ক্ষতের ক্ষরণ
অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হলো

এই মুহূর্ত থেকে
পরবর্তী ঘোষণা না দেয়া অবধি
হৃদয়ের পুরোটুকু
স্পর্শের অভয়ারণ্য

ডিগবাজি সব
যারা নাকি আকাশে অদৃশ্য আছো
ফিরে এসো মুখরিত করতালি হয়ে

স্মৃতার্ত ভালোবাসাবশত
হাজার বছরের ডুবোচোখে
ক্ষণিকের রোদ্দুর আজ

১২/১০/০৮
মহাখালী, ঢাকা ।

ঘোর

আষাঢ়ের লুকোচুরি রাতে
যূথিকার একান্ত গাঢ় তিলে
ঘোর কৈশোর ঘোরে,
চোখ বুজলেই

দূরত্ব বেশি নয়
ঘাড় ঘেঁষা নিঃশ্বাসেই
জেগে ওঠে ডুবোচর
চকচকে মুদ্রার মতো শীত শীত ঘ্রাণ
জলডুবে চুপচাপ

পষ্ট দেখা যায়
কুয়াশার বুনো ঝোপে সেইসব নতজানু বিস্ময়
নাইতে নেমে যারা হারিয়েছে
প্রতিধ্বনির পথে
বিবর্তিত পাথরের ঢেউভাঙ্গা কোণে
এতো ফিসফাস তবুও
নিভু নিভু অর্কিডে তারা ক্রমশ হু হু হয়ে ওঠে...

১৩/১১/০৮
মহাখালী, ঢাকা।

জল জ্বলে

নামলে জলে ছলেবলে
উঠতে না চায় মন
জলের তলে যুদ্ধ হলে
জাগে অন্যজন!

অন্যজনের অনেক চাওয়া
জলের নিচে জালের হাওয়া
মাছ লুকিয়ে জলের পরী
যতোই করো সময় চুরি
লাভ হবে না–
জলের ছেলে
দস্যি জেলে
মাছ না পেলে
বৃথাই যে তার নৌকা বাওয়া...

এরচে' ভালো, জলকে বলো
তোমার মনিমুক্তোগুলো
ছড়িয়ে দিতে জলের ক্ষেতে
জলের নহর ভালোবেসে
জোনাক বেশে জলোদেশে
অন্ধরাতে দু'হাত পেতে
যে নেমেছে বন্ধু হতে
তার সে দু'হাত তোমার হাতে বন্দী করো
জলের দোহাই জলের মেয়ে সন্ধি করো সন্ধি করো...

তা না হলে
জলেই যাবে

তোমার জলে জল কুড়ানো
জ্বলজ্বলে ওই জোছনাগুলো।

১৫/০২/১০
সিডনি, অস্ট্রেলিয়া।

গুঁড়ো শৈশব

মেঘচেরা বিজলীর জ্বলানেভা স্পন্দনে
শো শো বাতাসের শ্বাস
আর বৃষ্টির টুপটাপ কথা
এখানেই হতো

এখানেইতো
অলিতে গলিতে রংধনু ছাড়তো হাক– রং নেবে রং
চিবুকের ছায়া হতো চিল
আর পাখপাখালির গুঞ্জন মাখা ঠোঁটে
বেহুলারা ছুড়ে দিতো আকাবাঁকা নদী

এইতো সেই চাঁদ নামা উঠোন
তারার সভ্যতা, গাছেদের মঠ
টোল পড়া ফুলের বাগান
আর জোনাকের ছুঁই ছুঁই ছুট

এইতো
ঘাসের রেস্তোরায় ফড়িং খাচ্ছে নাস্তা
বাবুইয়ের ঝুল বারন্দা ঘেরা
এই সেই নগর
যেখানে দেখছো আজ
বাকপটু ইট, তার নিচেই
সমস্ত গুঁড়ো শৈশব
আর পরিত্যক্ত হৃদয়ের নস্টালজিয়া...

২৬/০৮/০৮
ঢাকা, বাংলাদেশ।

দূর্গেশনন্দিনী

ম্যাজিক আমন্ত্রণে ডেকেছিলো প্রাচীন দুর্গ

জড়ো ইচ্ছেরা
গড়িয়ে নেমেছিলো জন্মে
স্বতঃস্ফূর্ত...

অপেক্ষা এক খণ্ড চলমান ঘুম,
আদিম কারসাজি–
তবুও ইচ্ছেরা আরো আরো ইচ্ছের সাথে
জন্মজমিতে আনত ছিলো অপেক্ষায়...

আর তাদের হৃদয়বাড়িটি সময়ের স্তূপে
লোনা পিঁপড়ের ঢিবি হয়েছিলো...

২১/০২/২০০৮
জহুরুল হক হল, ঢাবি।

জামাবন্দী

জলপাই জড়ানো তোমার হাতে যখন
গর্জে ওঠে রাইফেল আর
মূর্ছা যায় সারি সারি সিঁদুর...

তহন কি তুমি আর মোগো গাঁর রহিমুদ্দী থাহো?
তহন কি ঝাঁক ঝাঁক বেহেশতি কৈতর
দরাজ ভাইটালি টানে ধরফর করতি করতি
বানের পানির লাহান আসমান ছিঁড়া নাইমা আসে
তুমার তালুতি বাপ?

অথবা যখন তুমি
সাহেবের বেশে হাজার তলার চিমনিতে বসে
কলমের তুচ্ছ খোঁচায়
পাঁজরের অলিতে গলিতে চালিয়ে দাও বুলডোজার
তহন, দাতাল শুয়ারের গপ্পো কবার যাইয়া
মা-মরা নদীতো তুমার কতাই কয়
নাকি?

ভুল আমাগোরই বাজান
তুমারে যে চিনবার পারতিছিনে!
সর্ষ্যা ফুলের ঘ্রাণ গায়ে
ছলাৎ ছলাৎ গাঙ চোহে
আমাগোর রহিমুদ্দী কি
জজ বারেস্টার হইয়া
ঘাস ফড়িংয়ের গলা টিপপার পারে
কও?

জামা পরা মানুষ তুমি কিডা?
পোশাকের পোষ থিকা বাইর হও–
গোরস্তানের তন
পরানের আইল ধইরা
তুমারে আমরা
জুছনার ধানখ্যাতে নিয়া যাই...

৩১/০৭/১০
সিডনি, অস্ট্রেলিয়া।

এবার তুই মানুষ হ

এই যে তুই ভাঙ্গিস গড়িস
হৃদয় আমার
নৌকাখানি তরতরিয়ে
হঠাৎ আবার ডুবিয়ে ছাড়িস
নাম কীরে তোর–
নদী?

যাবি কোথায়, থামবি কোথায়
জানবি কবে
কাঁদি!

জলের নদী শুকিয়ে সবুজ
তুই কেনোরে এত্তো অবুঝ
কী হবে তোর হাতের পুতুল
না হতে চাই
যদি?

চোখ ছলছল
আর কতকাল
ও মেয়ে তুই
জল

ঢের হয়েছে
হাত বাড়ালাম
মানুষ হবি
চল।

৩/৪/২০১১
সিডনি, অস্ট্রেলিয়া।

প্রেমাস্ত্র

হে চোখ
অবাধ্য বিচ্ছিন্নতাবাদী
অবিস্ফোরিত প্রাঞ্জল
গ্রেনেড দুটির দিকে
অমন বিধ্বংসী তাকিয়ো না আর

অবিরাম লড়াইয়ের পর
এখন শান্তির কালে
বিশ্রামে তারা কাঁঠালচাপার মত কেমন
নিরীহ দেখ
বুকের অস্ত্রাগারে

খবরদার– চোখ
ভালোবাসিবার মাতাল নেশায়
সন্ধি চুক্তি ভেঙ্গে
প্রকাশ্য দিবালোকে ডাকাতি করো না
প্লিজ
সমর্পিত প্রেমাস্ত্র তোমার।

৪/৭/২০০৮
ঢাকা, বাংলাদেশ।

যদিও আমি তোমার নই

তুমি কী ভাবো আমি জানি না
জানার প্রয়োজন নেই বলে ভেবো না– আমি ভাবি না
আমি ভাবি।

আমার ভাবনা জুড়ে যে তুমি তা কিন্তু নয়।
তবে আমি ভাবতে ভাবতে
ভেবে বসি, তুমি আমার।

যদিও তুমি আমার নও, আমিও তোমার নই;
এমনটি কখনো হবার নয়!

যদি এমন কখনো হয়
আমরা দুজনে দুজনার হই!
সেই ভয়েই আমি ভাবি।

ভাবতে ভাবতে হয়রান হয়ে,
অবশেষে আবারও ভেবে বসি, তুমি আমার।
যদিও আমি তোমার নই।

০৬/০৩/০১
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

অতিপ্রাকৃতিক

কুকুর পেয়েছো এক

ভক্তির লালায় নিবিষ্ট হও
প্রভু–
    রহস্যের উচ্ছিষ্ট ছুঁড়ে দাও

অভুক্ত ভালোবাসা
তোমার পিছুপিছু হাঁটে...

৮/৫/২০০৮
ঢাকা, বাংলাদেশ।

সর্বশেষ পাঠ্যক্রম

কী শেখালে কাঁকান বালা
অমন করে,
চবিশ বছর পড়ল যেন
জ্বরের ঘোরে!

চোখে আঁধার, শরীর পোড়ে
মন উতলা,
কেমন করে শুকনো চরে
ঝড় উঠালা?

জাদু নাকি, কাঁকন বালা,
ঘুম আসে না,
দুপুর বেলার জানালাতে
কেউ হাসে না!

ইচ্ছে করে আবার ছুটি
মৃত্যু মুঠোয় রণাঙ্গনে,
তুমি যেন খোদা স্বয়ং
একটিবারের আলিঙ্গনে।

৫/৪/২০১১
সিডনি, অস্ট্রেলিয়া

পথের টানে

হয়ে গেছে পথ
ওখানেই নদী ছিলো, ওখানেই
ছিলো সাত পুরুষের সাধ
বারোমাসী রোদ আর লিলুয়া বাতাস

হয়ে গেছে পথ
প্রণয়ের আশপাশ জুড়ে
লালনীল ঝোপঝাড়গুলো সাপ্তাহিক দোকানের মোড়
আর টুপটাপ বৃষ্টিরা
কাদা কাদা কাঁদে

পরানডা দাপায়
য্যান মস্ত গুলুইয়ের নাও
ভুস কইরা ভাইস্যে ভাইস্যে উইঠে
কবার চায়
জাগোবাহে, কোনঠে সবাই

পুরোনো মেঘের দল উড়ে যায় ঘন রাত্তিরে
বাদুড়ে ডানার নিচে থোকা থোকা চোখ
অসীম সুড়ঙ্গে যেনো বিদেহী আত্মা সব
হয়ে গেছে পথ

ও পথ,পথরে– আমারে কই নিয়া কই যাইতাছো...

২৮/০৮/০৮
ঢাকা, বাংলাদেশ।

স্বাধীনতা

মিথ্যা সব–

তাকানো তোমার চোখ, কপোলের টিপটপ টিপ
হরিণ্য হাসি, পিঠ ছড়ানো চমৎকার চুল আর প্রণয়ের পরিপাটি কথা

সব বাকোয়াজ।

শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে অলিখিত অজগর নিয়ে তুমি শ্বাপদের সবিনয় সুখ
তোমার শপথে যতবার যুদ্ধে গেছি
ততোবারই হৃদয়চ্যুত হয়েছি

সব ভুল।

ভালোবাসার আড়ালে তুমি
সার্বভৌম মিথ্যার আহ্বান...

০৭/০৫/০৮
ঢাকা, বাংলাদেশ।

চোর

চুরি করে বুক ছোঁয় বুড়ো রোদ
বৃষ্টিও বখাটে বেশ–
কেবল আমার হাত
ভালোবেসে বেয়াড়া হলেই
মাকড়সা মনে হয় তোর

ব্যারিকেডে বারবার আমিই
আমাকেই মানতে হয়
বৈকালিক ব্যস্ততার অজুহাত
মাছিরাও আসতে পারে কেবল
তোর ঠোঁটে
আমাকেই মাছি মনে হয়

এই কিঞ্চিৎ ব্যবধানে থাকাথাকি
ঢের হলো, এইবার তাই
যাই–

মাছ হয়ে জল মাখি
ফড়িংয়ের পায়ে হই ঝলমলে ঘাস
প্রয়োজনে পাখি হই, মেঘ ছুঁই
তবু প্রেম
তোকে আর না

১৮/১/২০১১
সিডনি, অস্ট্রেলিয়া।

চিমটি

ভেতরে কে আছে জানি
বাইরে কে আছে তাও
তারপরও জানি না হৃদয়
কেন এত উতলাও

তবে কি অন্য কেউ
সে আর তুমি মিলে
প্রেতের মত টানছো আজো
যেমন টেনেছিলে

হৃদয় যদি অন্য কারো
মানুষ তবে একা
জেনেও সবই, না জানাতে
অনন্তকাল থাকা

১০/১০/২০১১
সিডনি, অস্ট্রেলিয়া।

ভালোবাসা

ঝড়ও ঘর হয়ে যায়
তাহার শহরে
যার মন তার থাকে না আর
পর হয়ে যায়!

যতবার যাওয়া
শুধু হেরে যাওয়া
তবু পরাজয়ে
কিছু নাকি পাওয়া!

কত জন কত মন
তাই দাস শেষে
যে হারে সেই জেতে
জাদুর সে দেশে!

১০/০২/২০১২
ঢাকা, বাংলাদেশ।